গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস

১। গদ্য সাহিত্যের প্রকৃতি ও বিবর্তন পর্যালোচনা কর।

উঃ 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'— রসাত্মক বাক্যই কাব্য। কাব্য দু'প্রকারের—শ্রব্যকাব্য ও দৃশ্যকাব্য। যে কাব্যে দৃশ্যতা বা অভিনেয়তা থাকে তাই দৃশ্য কাব্য আর যে কাব্যে রসাস্বাদন কাব্য পাঠ বা শ্রবণের মাধ্যমে হয় তাই শ্রব্য কাব্য। শ্রব্য কাব্য আবার তিন ভাগে বিভক্ত-পদ্য, গদ্য ও মিশ্র বা চম্পূ।

আলঙ্কারিক দণ্ডী গদ্যের সংজ্ঞায় বলেছেন— 'অপাদঃ পদসন্তানো গদ্যম্' —পূর্বাপর চরণে ছন্দের বন্ধন বর্জিত কাব্য গদ্য কাব্য। দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ অনুরূপভাবে তার সাহিত্য দর্পণে গদ্যের সংজ্ঞায় বলেছেন— 'বৃত্তবন্ধোজ্ঝিতং গদ্যম্' —ছন্দের বা বৃত্তের বন্ধন যাতে থাকবে না তাই গদ্য কাব্য।

শুধুমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যেই নয়, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে গদ্য অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের সাহিত্যরূপে পরিগণিত। বিশ্বের প্রথম লিখিত সাহিত্য ঋগ্‌বেদ পদ্যে রচিত। ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, তারও পূর্বে কৃষ্ণযজুর্বেদে গদ্যের কিছু বিচ্ছিন্ন নমুনা থাকলেও বৈদিক সাহিত্য মূলতঃ গদ্যের পরিবর্তে পদ্যকেই মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছে। ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের যুগেও পদ্য ভাগেরই প্রাধান্য। ইংরেজী সাহিত্যেও অবস্থাটা অনুরূপ। বাইবেলের ওল্ডটেস্টাম্যান পদ্যেই নিবদ্ধ।

কৃষ্ণ যজুর্বেদ সর্বপ্রথম গদ্যের প্রয়োগ করে। ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক ভাগে, উপনিষদের কিয়ৎ অংশে, নাটকের সংলাপে, পতঞ্জলির মহাভাষ্যে, ন্যায় সূত্রের ভাষ্যে, আচার্য শঙ্করের ব্রহ্মসূত্রে এবং তার ভাষ্যে, মীমাংসা সূত্রের শবরভাষ্যে গদ্য ব্যবহৃত হলেও সেগুলো কোন ভাবেই সাহিত্যিক মর্যাদায় অভিষিক্ত নয়। গদ্য সাহিত্যের অপ্রতুলতা ও অর্বাচীনতার প্রকৃত কারণ কি? এর কোন সদুত্তর অলঙ্কারশাস্ত্রে নেই। আলঙ্কারিকগণ 'গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি' —গদ্য কবি সাহিত্যিকদের পক্ষে কষ্টিপাথর— এযুক্তি দেখালেও এর সত্যতা কোথাও সমর্থিত হয় নি। সংস্কৃত সাহিত্যে পদ্য ভাগের তুলনায় গদ্য ভাগ যেমনি অপ্রতুল, তেমনি অর্বাচীন।

খ্রীঃ সপ্তম শতকের পূর্বে পরিপূর্ণ গদ্য সাহিত্যের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। সুবন্ধু, বাণভট্ট ও দণ্ডী, এই তিন কবিকে গদ্য সাহিত্যের পথিকৃৎ হিসেবে পাওয়া যায়।

Scanned with CamScanner

কালিদাসের পূর্বে পদ্য কাব্যে অশ্বঘোষের রচনা, দৃশ্যকাব্যে ভাসের নাটকচক্র পাওয়া গেলেও গদ্য কাব্যে দণ্ডী-সুবন্ধু-বাণভট্টের পথিকৃৎ কারা তার কোন নিদর্শন নেই। বৈয়াকরণ কাত্যায়ন তাঁর বার্তিকে আখ্যায়িকার উল্লেখ করেছেন। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি বাসবদত্তা, সুমনোত্তরা, ভৈমরথী নামক তিনখানি গদ্য কাব্যের উল্লেখ করেছেন। বররুচি, চারুমতী নামক গদ্যকাব্যের কথা বলেছেন। শৃঙ্গার প্রকাশে আলঙ্কারিক ভোজ চারুমতী ছাড়াও 'মনোবতী' ও 'সাতকর্ণী হরণ' নামক দুখানি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। অবন্তীসুন্দরী কথাতে কবি দণ্ডী 'মনোবতী' কাব্যের প্রশংসা করেছেন—

'ধবলপ্রভবা রাগং সা তনোতি মনোবতী'।

কাশ্মীরী কবি জল্‌হন তাঁর 'সূক্তি মুক্তাবলীতে' কবি সোমিল এর 'শূদ্রক কথা', শ্রী পলিতের 'তরঙ্গাবতী' নামক দুখানি জনপ্রিয় গদ্যকাব্যের উল্লেখ করেছেন—

'তৌ শূদ্রককথাকারৌ রম্যৌ রামিল- সোমিলৌ।
কাব্যং যয়োর্দ্বয়োরাসীদর্ধনারীশ্বরোপমৌ।।'

ধনপালের তিলকমঞ্জরীতে ভট্টার হরিচন্দ্রের গদ্যবন্ধেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এই উল্লিখিত গ্রন্থগুলি শুধু নামে পর্যবসিত। পরবর্তীকালের হাতে এগুলির কোন নিদর্শন পৌঁছায়নি। জল্‌হন তাঁর গ্রন্থে শীলা ভট্টারিকা নামক একজন মহিলা গদ্য কবিরও উল্লেখ করেছেন। পাঞ্চালীরীতির পরিচয় দিতে গিয়ে জল্‌হণ বাণভট্টের পাশাপাশি শীলাভট্টারিকারও উল্লেখ করেছেন—

'শব্দার্থয়োঃ সমো গুম্ফো পাঞ্চালীরীতিরিষ্যতে।
শীলাভট্টারিকাবাচি বাণোক্তিষু চ সা যদি।।'

সুবন্ধু ঃ— যে কবি সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যের ভাণ্ডারকে পূর্ণতার পথে নিয়ে গেছেন তিনি মহাকবি সুবন্ধু। তাঁর রচিত গদ্যকাব্য বাসবদত্তা। সংস্কৃত কাব্য রসিকদের কাছে বাসবদত্তা এক সময় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল। বাণভট্ট, তাঁর হর্ষচরিতে পূর্বসূরীর কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে বলেছেন— *'কবীনামগলদ্দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া'।* বাণভট্ট তাঁর কথাকাব্য কাদম্বরীকে 'অতিদ্বয়ীকথা' বলে উল্লেখ করেছেন। সমালোচকগণ মনে করেন এই কথাদ্বয় হল গুণাঢ্যের বৃহৎকথা ও সুবন্ধুর বাসবদত্তা।

Scanned with CamScanner

বাক্‌পতিরাজের গৌড়বহে ভাস-কালিদাস-হরিচন্দ্রের সাথে, মাঘের শ্রীকণ্ঠচরিতে মেণ্ঠ -ভারবি-বাণের সঙ্গে সুবন্ধুর নাম উল্লিখিত হয়েছে। আলঙ্কারিক বামন তার কাব্যালঙ্কারে সুবন্ধুর রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন— *'ন্যায়স্থিতিমিব উদ্যোতকরস্বরূপাম্ বুদ্ধসঙ্গাতিমিবালঙ্কারভাষিতাম্'।* সুবন্ধুর এই রচনা থেকে অনেকে মনে করেন যে সুবন্ধু উদ্যোত কার এবং ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ধর্মকীর্তি রচিত বুদ্ধসঙ্গাতির উল্লেখ করেছেন। ফলে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে সুবন্ধু আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে মনে করা হয়।

বাসবদত্তার নায়ক কন্দর্পকেতুকে দেখে বাসবদত্তার অবস্থা কবি যেভবে বর্ণনা করেছেন তার সাথে ভবভূতির 'মালবীমাধব' প্রকরণের অংশবিশেষের সাদৃশ্য থেকে সমালোচকগণ মনে করেন সুবন্ধু ও ভবভূতির মধ্যে একটা পৌর্বাপর্য সম্পর্ক রয়েছে। এ যদি সত্য হয়, তবে সুবন্ধু কোন অবস্থাতে সপ্তম শতকের মধ্যবর্তী হতে পারে না।

বাসবদত্তার আখ্যানে দেখা যায় রাজা চিন্তামনির পুত্র কন্দর্পকেতু স্বপ্নে পরমাসুন্দরী এক কন্যাকে দেখে তাঁর অনুসন্ধানে বন্ধু মকরন্দের সাথে গৃহত্যাগ করেন। এক শুক দম্পতির কথার অনুসরণে নায়ক কুসুমপুরে উপস্থিত হন। সেখানে ঘটনা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাজা শৃঙ্গার শেখরের কন্যা বাসবদত্তার সাথে কন্দর্পকেতু মিলিত হন। আখ্যানে মুখ্য কাহিনীর সমান্তরালভাবে মকরন্দ ও তমালিকার প্রেম কাহিনীও এগিয়েছে।

বাসবদত্তা কবি সুবন্ধুর মানসী প্রতিমা। শব্দভাণ্ডার, ভাববর্ণন, অলঙ্কার পরিপাটি সমৃদ্ধ বাসবদত্তা নিঃসন্দেহে এক উৎকৃষ্ট গদ্যকাব্য। পরবর্তী গদ্য কবি বিশেষতঃ বাণভট্টের রচনায় গল্পের গলিপথে পাঠকের যেমন একটা হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, সুবন্ধু বাসবদত্তায় সেদিক থেকে যথেষ্ট সতর্ক। তাঁর বাচনভঙ্গী যেমন সহজ, ভাষাও তেমনি প্রাঞ্জল। নগর-পর্বত, কন্দর্পকেতুর স্বপ্নবৃত্তান্ত প্রভৃতি ব্যাপারে কবির বর্ণনা শক্তি প্রশংসনীয় হলেও দীর্ঘায়িত বর্ণনায় অনেকসময় পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হয়। দণ্ডীর কাব্যে যে হাস্যরসের অবতারণা দেখা যায়, সুবন্ধুর রচনায় তা কিছুটা অনুপস্থিত। আখ্যানভাগে কবি নিঃসন্দেহে নব উন্মেশশালিনী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। শ্লেষ ও বিরোধাভাস অলঙ্কারের প্রাচুর্য কাব্যপাঠের আনন্দকে মাঝে মধ্যে বিঘ্নিত করেছে। অধ্যাপক দাশগুপ্ত এবং দে সুবন্ধু এবং বাণভট্টের রচনা রীতির তুলনামূলকভাবে আলোচনা করতে গিয়ে

Scanned with CamScanner

যা বলেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রাণিধানযোগ্য— "The extreme excellence, as well as the extreme defect, of the literary tendency, which both of them represent in their individual way, are however, better mirrored in Bana's works, which reach the utmost limit of the peculiar type of the sanskrit prose narrative."

বাণভট্ট ঃ—সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যের রাজাধিরাজ মহাকবি বাণভট্ট। বাৎস্যগোত্রীয় চিত্রভানু ও রাজদেবীর পুত্র বাণভট্ট 'হর্ষচরিত' ও 'কাদম্বরী' এই দুই গদ্যকাব্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যের অর্ঘ্য রচনা করেছেন। হর্ষচরিত আখ্যায়িকা প্রকারের গদ্যকাব্য ও কাদম্বরী কথা প্রকারের। কনৌজরাজ হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট খ্রীঃ সপ্তম শতকের কবি।

অতিবাল্যকালে মাতৃবিয়োগের পর কৈশোরে কবি পিতাকেও হারান। মাতৃপিতৃহীন অন্য পাঁচজন বালকের মতো বাণভট্টের জীবনে নেমে আসে উৎশৃঙ্খলতার এক উন্মত্ত আচরণ। এই অবস্থায় কবি গৃহত্যাগ করে দেশ পর্যটনে বেরিয়ে যান। দেশ ভ্রমণের মধ্য দিয়ে কবি বাণভট্ট বিবিধ বিদ্বৎ সঙ্গে বিচিত্র জ্ঞানের অধিকারী হন। স্থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশীয় মহারাজ প্রভাকরবর্ধন ও রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর হর্ষবর্ধন সিংহাসন প্রাপ্ত হলে বাণভট্ট উপযুক্ত মর্যাদায় সভাকবির আসনে বৃত হন। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল খ্রীঃ ৬৪৭ অব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে বাণভট্টের কালনির্ণয়ে কোনরকম অস্পষ্টতার অবকাশ নেই।

হর্ষচরিত ঃ— আখ্যায়িকা প্রকারের গদ্যকাব্য হর্ষচরিত। ইতিহাসাশ্রিত কাব্য আখ্যায়িকা পদবাচ্য হয়। গ্রন্থের প্রথম দিকের দুটি উচ্ছ্বাসে কবি তাঁর আত্মজীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন। তার পরেই স্থানীশ্বর, পুষ্যভূতি বংশের রাজা প্রভাকর বর্ধন, রাজ্যবর্ধন , হর্ষবর্ধন, মৌখরীরাজ গ্রহবর্মার সাথে রাজকন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ, প্রভাকর বর্ধনের মৃত্যু , গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের হাতে গ্রহবর্মার হত্যা, গৌড়রাজ শশাঙ্কের হাতে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু, হর্ষবর্ধনের রাজ্যাভিষেক, ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে হর্ষের যুদ্ধযাত্রা প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনার আলোকে হর্ষচরিত রচিত হয়।

কাদম্বরী ঃ—কথাপ্রকারের কাব্য কাদম্বরী বাণের প্রতিভাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে— *'কাদম্বরীরসজ্ঞনামাহারোঽপি ন রোচতে'*। পূর্বভাগ ও উত্তরভাগ এই দুই ভাগে বিভক্ত

Scanned with CamScanner

কাদম্বরী বাণভট্ট সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। পরবর্তী ভাগ বাণপুত্র পুলিন্দ বা ভূষণভট্টের হাতে সম্পন্ন হয়—

"যাতে দিবং পিতরি তদ্বচসৈব সার্ধং বিচ্ছেদমপি ভুবি যস্তু কথাপ্রবন্ধঃ।
দুঃখং সতাং তদাসমাপ্তিকৃতং বিলোক্য প্রারব্ধ এষাময়া ন কবিত্বদর্পাৎ"।।

উজ্জয়িনী রাজ তারাপীড়ের পুত্র চন্দ্রাপীড় ও গন্ধর্বরাজকন্যা কাদম্বরীর প্রণয়কাহিনী এই গ্রন্থের মুখ্য উপজীব্য বিষয়। মূলকাহিনীর সাথে সমান্তরালভাবে চন্দ্রাপীড়ের বন্ধু পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতার কাহিনী ও গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

বাণভট্ট গদ্যসাহিত্যকে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সমকালীন সমাজে ও পরবর্তীকালে বাণভট্ট যে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন তা পরবর্তী কবিদের উল্লেখ থেকেই প্রমাণিত হয়—

'বাণীপাণিপরামৃষ্টবীণানিক্কানহারিণীম্।
ভাবয়ন্তি কথং বাণ্যে ভট্টবাণস্য ভারতীম্।।"

বাণভট্ট পদ্য রচনায় গৌড়রীতির পৃষ্ঠপোষক। দীর্ঘসমাস ও সন্ধিবদ্ধতা এই রীতির অন্যতম লক্ষণ। ফলে স্বাভাবিকভাবে বাণভট্টের রচনা অনেক ক্ষেত্রে দুরূহ হয়ে উঠেছে। কখনও কখনও কর্তার পর ক্রিয়াপদের মাঝে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা অতিবাহিত হয়েছে। বাণের কল্পনাশক্তিও অনেক ক্ষেত্রে মুক্তপক্ষবিহঙ্গের ন্যায় অবাধে উড়ে বেড়িয়েছে। ভারতীয় সমালোচকগণ কবির কাব্যমাধুর্য্যে এতই উৎফুল্ল যে তারা মনে করেন— *'বাণোচ্ছিষ্টং জগৎসর্বম্'*। সুরসিক কবি জয়দেব বলেন— *'হৃদয়বসতি পঞ্চবাণস্তু বাণঃ'*।

অনুরূপভাবে বিশেষতঃ পাশ্চাত্য সমালোচকের দ্বারা বাণ কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছেন— "His prose has been compared to an Indian jungle, where progress is rendered impossible by luxurient underagrowths until the traveller cuts out a path for himself, and where wild beasts lie in wait for him in the shape of recondite words....."

তথাপি বাণভট্ট নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। কবি সোড্ঢল তাঁর উদয়সুন্দরীর কথায় যা বলেছেন বিরুদ্ধ সমালোচনার জবাবে তাই যথেষ্ট—

Scanned with CamScanner

"বাগীশ্বরং হন্ত ভজেঽভিনন্দমর্থেশ্বরং বাক্ পতিরাজমীড়ে।
রসেশ্বরং স্তৌমি চ কালিদাসং বাণং তু সর্বেশ্বরমানতোঽস্মি।।"

দণ্ডী ঃ— সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যের অন্যতম শক্তিমান কবি আচার্য দণ্ডী। অবন্তীসুন্দরী কথা নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় আচার্য দণ্ডী দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চী নগরীর অধিবাসী ছিলেন। অতি শৈশবে পিতামাতাকে হারিয়ে দণ্ডী সরস্বতী ও শ্রুত নামক এক দম্পতীর কোলে আশ্রিত হন।

'স বাল এব মাত্রা চ পিত্রা চাপি ব্যযুজ্যত।
অযুজ্যত গরীয়স্যা সরস্বত্যা শ্রুতেন চ।।

সংস্কৃত সাহিত্যে একাধিক দণ্ডীর নাম পাওয়া যায়। 'কাব্যাদর্শ' নামক অলঙ্কারগ্রন্থের রচয়িতা দণ্ডী এবং 'দশকুমারচরিত' নামক গদ্যকাব্যের রচয়িতা দণ্ডী। উভয় দণ্ডী একই ব্যক্তি কিনা এই নিয়ে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। দণ্ডী ভামহের পরবর্তী এবং বামনের পূর্ববর্তী। এই হিসেবে তিনি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের কবি হিসেরে বিবেচিত হন।

দণ্ডী বিরচিত গদ্যকাব্য 'দশকুমারচরিত'। কাব্যটি পূর্বপীঠিকা, মূলঅংশ ও উত্তরপীঠিকা এই তিন ভাগে বিভক্ত। কাব্যটির আরম্ভ ও অন্তিম পর্যায় অসংলগ্ন বলে অনেকে মনে করেন দণ্ডী দশকুমারচরিত সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। দণ্ডীর কাব্যের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য হল প্রাঞ্জলতা। সন্ধি ও সমাসের মাত্রাহীন প্রয়োগ কিংবা শ্লেষ অলংকারের আধিক্য কাব্যকে ভারাক্রান্ত করে। উল্লেখ্য দণ্ডীর রচনা দীর্ঘ সন্ধি ও সমাসের ভারে ভারাক্রান্ত হয় নি। প্রসাদ গুণ সমন্বিত দণ্ডীর কাব্য। সংস্কৃত সাহিত্যে তিনি তাই 'পদলালিত্যের কবি' হিসেবে পরিচিত— *'দণ্ডিণঃ পদলালিত্যম্'।*

মগধ রাজ রাজহংস সিংহাসন চ্যুত। সপরিবার তিনি অরণ্যে আশ্রয়গ্রহণ করেছেন। সেখানেই পুত্র রাজবাহনের জন্ম হয়। কালে বয়োঃপ্রাপ্ত হয়ে রাজবাহন তাঁর অপর নয়জন বন্ধুর সাথে পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বহির্গত হন। অভিযানের সুদীর্ঘপথে দশকুমারের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ধারাবাহিক অনুলেখনে দশকুমার চরিত রচিত। দণ্ডীর কাহিনীবর্ণন দক্ষতা অতুলনীয়। কাহিনীর জাল বুনে পাঠক চিত্তকে সাহিত্যরসের অমিয় ধারায় তিনি স্নান করিয়েছেন। সমকালীন সমাজ ও দণ্ডীর বিচিত্র জ্ঞানের উপস্থাপনায় দশকুমার পরিপূর্ণ।

Scanned with CamScanner

২। উপযুক্ত উদাহরণ সহ নিজের ভাষায় বাণভট্টের রচনারীতির সমালোচনাত্মক বিবরণ দাও।

অথবা

বাণভট্টের গদ্য রচনার গুণ ও দোষ বর্ণনা কর।

উঃ- কাব্য রচনায় গদ্য ও পদ্যের ভেদ থাকলেও পদ্য রচনা অপেক্ষা গদ্য কাব্য রচনা অধিক কঠিন। বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে রসাত্মক বাক্য মাত্রেই কাব্যপদ বাচ্য— *'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'।* কিন্তু 'গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি' অর্থাৎ গদ্য হলো কবিদের কষ্টিপাথর। তাই পদ্য কাব্য অপেক্ষা গদ্য কাব্যের সংখ্যা অনেক কম। 'ওজঃসমাসভূয়স্ত্বম্ এতদ্ গদ্যস্য জীবিতম্' অর্থাৎ ওজঃগুণ ও সমাসবাহুল্য গদ্যের প্রাণ। আবার কেবলমাত্র গদ্য হলেই তা কাব্য হবে না, তার জন্য চাই রসনৈপুণ্য ও বাচনভঙ্গী। শব্দ, অর্থ শ্লেষাদি অলংকার ও রস ইত্যাদি যখন একীভূত হয়ে প্রকাশিত হয় তখনই বাক্যটি হয় কাব্য পদ বাচ্য। কি জাতীয় কাব্য মানুষের মন জয় করতে পারে সে কথাটি বাণভট্ট স্বয়ং কাদম্বরীর কথাপ্রশংসায় বলেছেন—

স্ফুরৎকলালাপবিলাসকোমলা করোতি রাগং হৃদি কৌতুকাধিকম্।
রসেন শয্যাং স্বয়মভ্যুপাগতা কথা জনস্যাভিনবাবধূরিব॥

অর্থাৎ সুস্পষ্ট মধুরালাপে ও হাবভাবে অত্যন্ত মনোহরা এবং অনুরাগবশতঃ নিজে থেকেই শয্যায় উপস্থিতা নববধূর মত সুগমকলাবিদ্যা সম্বন্ধীয় বাক্যবিন্যাসে সুশ্রাব্য ও শৃঙ্গারাদি রসের অনুকরণে অবান্তর কথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কথাকাব্য লোকের হৃদয়ে কৌতূহল বশতঃ সমধিক অনুরাগ সৃষ্টি করে। আনন্দবর্ধন ও মহিমভট্ট প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে শব্দ, অর্থ, রস ও অলংকারাদির একত্র সন্নিবেশে কবি প্রতিভায় আপনা আপনি বেরিয়ে আসে কাব্যে। গদ্য বর্ণনার বিচিত্র সমাবেশ অর্থের ঐশ্বর্য্য, শত শত উদ্দাম কল্পনায় কবির কাব্যে থাকবে অগ্রাম্য বর্ণনা, অক্লিষ্ট শ্লেষ এবং লীলানৃত্য চঞ্চল গাঢ়বন্ধ শব্দের সংগে স্বপ্রকাশ অনাড়ষ্ট রস। একত্র এতগুলো গুণের সমাবেশ যে দুর্লভ একথা জানতেন বাণ। তাই হর্ষচরিতের ভূমিকায় তিনি বলেছেন—

Scanned with CamScanner

নবোঽর্থো জাতিরগ্রাম্যা শ্লেষোঽক্লিষ্ট স্ফুটোরসঃ।
বিকটাক্ষরবন্ধশ্চ কৃৎস্নমেকত্র দুর্লভম্॥

এখানে 'বিকটাক্ষরবন্ধ' বলতে নৃত্যের মত লীলায়মান পদসন্নিবেশকে বোঝান হয়েছে।

সুতরাং মহাকবি বাণ তাঁর রচনায় বিশেষ করে কাদম্বরীতে ভাষা, ভাব, শব্দ, অর্থ, অলংকার ও রসের মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটিয়ে এবং বর্ণনা সৌন্দর্যের অভিনবত্ব পরিবেশন করে কাব্যটিকে এমন আকর্ষণীয় করে তুলেছেন যে কাদম্বরী পাঠে সুরাপানে মত্ত ব্যক্তির মত পাঠকের আহারেও রুচি থাকে না—'কাদম্বরীরসজ্ঞানামাহারোঽপি ন রোচতে'। বলে রাখি 'কাদম্বরী' শব্দের অর্থান্তর সুরা।

এখানে শবরসেনা প্রবেশ বৃত্তান্তটি পাঠককে যেমন বিস্মিত করে তেমনি মহর্ষি জাবালির পরমপবিত্র মনোরম আশ্রম বর্ণনা পাঠককুলকে মুগ্ধ করে। চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরীর প্রেম কাহিনী কাব্যটির মুখ্য বিষয় হলেও মহাশ্বেতা ও পুণ্ডরীকের সমান্তরাল প্রণয় কাহিনী পাঠককে আপ্লুত করে। যৌবনের প্রেমাবেগ ও প্রথম প্রণয়ে তরুণী মনের ভাব বাণের লেখনীতে চমৎকার পরিস্ফুট। মহাশ্বেতার বিরহ বিধূর মূর্ত্তি চিত্রণে কবি যেমন কারুণ্যের সঞ্চার করেছেন তেমনি কাদম্বরীর প্রেমময়ী কথায় আনন্দবিলাস ও পরিবেশন করেছেন। কাদম্বরীতে চন্দ্র পুণ্ডরীকের অভিশাপে চন্দ্রাপীড় রূপে এবং পুণ্ডরীক (মহর্ষি শ্বেতকেতুর পুত্র) ও চন্দ্রের অভিশাপে বৈশম্পায়ন রূপে জন্মেছেন। পরবর্ত্তী জন্মে চন্দ্রাপীড়ই বিদিশাধিপতি শূদ্রক আর বৈশম্পায়ন একটি শুকপক্ষী।

গল্প বলার রীতি, গল্পের মধ্যে পৃথক্ গল্প, পশু পাখির মুখ দিয়ে গল্প বলা এবং অলৌকিকত্ব বাণের গদ্যরচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাণের ভবঘুরে জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা যেমন ইন্দ্রজাল, চুরি, নাটক, নৃত্য, প্রতারক ইত্যাদির চরিত্র কাদম্বরী গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে। বিশেষ বর্ণনায় কবির যেন তৃপ্তি নাই। শুক পক্ষীর ঠোঁটটির লালিমা বর্ণনায় উদিত সূর্য, সন্ধ্যারাগ, কামিনীর অলক্তরঞ্জিত চরণ, কপালের সিন্দুর, রক্তিম অধরোষ্ঠ, জবাফুল, পলাশফুল ইত্যাদির বর্ণনা করে সামান্য শুক পক্ষীর চঞ্চুর লালিমা প্রকাশে কবি যেন ব্যর্থ। এখানে ভাষা যেন ভাবপ্রকাশে অপ্রতুল। বাণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্যে বলেছেন—'এমন বর্ণ সৌন্দর্য বিকাশের ক্ষমতা সংস্কৃত কোন কবি দেখাইতে পারেন নাই। সংস্কৃত কবিগণ লাল রঙ্‌কে লাল রঙ বলিয়া

Scanned with CamScanner

ক্ষান্ত হইয়াছেন, কিন্তু কাদম্বরী কাব্যের লাল রঙ্ কত রকমের তাহার সীমা নাই। কোন লাল লাক্ষালোহিত, কোন লাল পারাবতের পদতলের মত, কোন লাল রক্তাক্ত সিংহনখের সমান। রঙ্ ফলাইতে কবির কী আনন্দ, যেন শ্রান্তি নাই, তৃপ্তি নাই।' রাজা শূদ্রকের রাজসভা, বিন্ধ্যাটবী, পম্পাসরোবর, জাবালির আশ্রম প্রভৃতির বর্ণনায় দীর্ঘসমাসবদ্ধতা ও অলংকারাদি প্রয়োগ করে গদ্য রচনাটিতে ধ্বনি গাম্ভীর্য সৃষ্টি করেছেন কবি। চরিত্র বর্ণনায় বাণ যেমন সিদ্ধহস্ত তেমনি প্রকৃতি বর্ণনায়ও তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্য। রাজা তারাপীড়, প্রাজ্ঞ মন্ত্রী শুকনাস, তপস্বিনী মহাশ্বেতা, লাবণ্যময়ী কাদম্বরী, ঋষিকুমার পুণ্ডরীক তাঁর তুলির টানে জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। একই তুলিতে বিন্ধ্যাটবীর ভয়ঙ্কর রূপ, অচ্ছোদ সরোবরের সুন্দর স্নিগ্ধ বর্ণনা, প্রভাত ও চন্দ্রোদয়ের মনোরম কবিত্ব সৃষ্টিকারী রূপ সবই অঙ্কিত হয়েছে।

বাণের রচনা শৈলীতে বিকটাক্ষরের নৃত্য যেমন আছে, তেমনি আছে ললিত পদবিন্যাস। শব্দার্থের প্রতিপাদনে মূলত দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পাঞ্চালী রীতির অনুকরণ করলেও রসসৃষ্টির অনুরোধে তিনি বৈদভী রীতিতে ছোট ছোট বাক্য প্রয়োগও করেছেন। যথা—শুকনাসোপদেশে—*'লব্ধ্বাপি দুঃখেন পরিপাল্যতে। ন পরিচয়ং রক্ষতি। নাভিজনমীক্ষতে। ন রূপমালোকয়তি। ন শীলং পশ্যতি।'* ইত্যাদি। বাণ গৌড়ীরীতিও প্রয়োগ করেছেন কখনও কখনও, যেন বীণার ঝঙ্কার ধ্বনিত হয়েছে বাণের গদ্যে। যথা *'মদমুখর মধুকর পাটলান্ধকারিতনিষ্কুটা, স্ফুটদুপবনলতাকুসুম পরিমল সুরভি —সমীরণ রণিত সৌভাগ্য ঘন্টৈরালোহিতাংশুক পতাকৈরাবদ্ধরক্তচামরৈর্বিদ্রুমময়ৈঃ প্রতিভাবনম্'* ইত্যাদি।

কাদম্বরীতে মূলতঃ মাধুর্য্যগুণের প্রাধান্য থাকলেও বাণ অন্যান্য প্রসাদাদি গুণের ব্যবহারও করেছেন। তাই পণ্ডিতেরা বলেন—'বাহুল্যেন মাধুর্য্যং গুণঃ, প্রসাদগুণোঽপি ন বিরলঃ'।

অলংকার সন্নিবেশে বাণের সমকক্ষ কবি বিরল। প্রায় সকল প্রকার অলংকারই কবি পরিয়েছেন তাঁর কাব্যকামিনীতে। বিশেষ করে শ্লেষানুপ্রাণিত উপমা, বিরোধাভাস, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, পরিসংখ্যা প্রয়োগে কবির উদারতা লক্ষ্য করার মত। যেমন—

(১) উপমা -ঃ **'লতেব বিটপকানধ্যারোহতি, গঙ্গেবসুজনন্যপিতরঙ্গাবুদ্বুদ-**

Scanned with CamScanner

চঞ্চলা'।

(২) উৎপ্রেক্ষা -ঃ 'অগ্নিকার্যধূমেনেব মলিনীভবতিহৃদয়ম্।

(৩) রূপক - ঃ 'ইয়ং হি সুভগখড়্গমণ্ডলোৎপলবনবিভ্রমভ্রমরী'।

(৪) বিরোধাভাস -ঃ 'অনুজ্ঝিতধবলাপি সরাগৈব ভবতি যূনাং দৃষ্টিঃ'।

(৫) পরিসংখ্যা -ঃ বর্ণপরীক্ষা কনকানাম্, অন্তস্তরলতা হারাণাম্।

এভাবে বাণের অলংকারবহুল রচনা ছবির পর ছবি এঁকে চলেছে। কোথাও দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ আবার কোথাও ছোট ছোট বাক্যে মুক্তক ও চূর্ণকে পূর্ণ কাদম্বরীর চিত্রশালা। শৃঙ্গার রসসিক্ত কাব্যটিকে বীভৎস, করুণ, ভয়ানক প্রভৃতি রসেও রসায়িত করেছেন বাণ। তিনি ভাষাশিল্পী, প্রকৃতিপ্রেমিক আবার মানব মনের সূক্ষ্মদর্শী। তাই কাব্যের কোন দিকই বাণের নজর এড়ায়নি। এজন্য সমালোচকগণ বলেন—"বাণোচ্ছিষ্টং জগৎসর্বম্'। বাণের রচনার মূল্যায়ণে চন্দ্রদেব বলেছেন—"**শ্লেষে কেচন শব্দগুম্ফবিষয়ে কেচিদ্রসে চাপরেঽলংকারে কতিচিদ্ সদর্থবিষয়ে চান্যে কথাবর্ণনে। আ সর্বত্র গভীরধীরকবিতাবিন্ধ্যাটবী চাতুরী সঞ্চারী কবিকুম্ভিকুম্ভবিধুরো বাণস্তু পঞ্চাননঃ॥**"

বিদগ্ধ মুখমণ্ডনকার বাণের বাক্‌রীতির প্রশংসা করে বলেছেন—

"রুচিরস্বরবর্ণপদা রসভাববতী জগন্মনোহারিণি।
তৎ কিং তরুণী নহি নহি বাণী বাণস্য মধুরশীলস্য॥"

রুচির স্বরবর্ণপদা রসভাববতী রচনা সহৃদয় চিত্তকে সহজেই আকর্ষণ করে। সুন্দরী চপলা তরুণী যেমন বিলাস বিভ্রমে সকলকে মুগ্ধ করে বাণের বাণীও তেমনি মনোহারিণী।

বাণের কাব্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো পৌরাণিক আখ্যান সন্নিবেশ। কোথাও তিনি পৌরাণিক আখ্যান বিবৃত করেন নি, তবে উপমা ও শ্লেষমূলে সেই সব আখ্যানের ছোঁয়া দিয়েছেন। যেমন—'হর ইব জিতমন্মথঃ' (শূদ্রক বর্ণনা), 'লগ্নহরহুতাশমিব মকরধ্বজম্', 'গঙ্গাপ্রবাহ ইব ভগীরথপথপ্রবৃত্তঃ', 'প্রকটিত বিশ্বরূপকৃতরেণুকরোতি ভগবতো নারায়ণস্য' ইত্যাদি। এভাবে পুরাণ, ইতিহাস, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, লোককাহিনী, বিভিন্নদর্শন ইত্যাদি থেকে বেদ পর্যন্ত বাণের সর্বত্র গতি এবং সাবলীল পাণ্ডিত্যের কারণে—**'বাণোচ্ছিষ্টং জগৎসর্বম্'** বাক্য সার্থক হয়েছে।

সর্বগুণান্বিত হলেও বাণের রচনা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। সমালোচকদের মতে ভাষার

Scanned with CamScanner

জটিলতায়, দীর্ঘসমাসবদ্ধতায় ও অলংকারের আড়ম্বরে পাঠককুল দিগ্‌ভ্রান্ত। শব্দ ও অর্থের বিপুল সম্ভারে বাণের নৈপুণ্য কোথাও কোথাও সীমা অতিক্রম করেছে। বিদেশী সমালোচকদের সমালোচনায় বাণ কোণঠাসা। জার্মান অধ্যাপক Weber বলেছেন— 'Bana's prose is an Indian wood where all progress is rendered impossible by the undergrowth until the traveller cuts out a path for himself and where even then he has to reckon with malicious wild beasts in the shap of unknown words that affright him'. অধ্যাপক Keith বলেছেন— "The demerits of Bana as a stylist are deprorable".

বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও বাণের অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য, ভাব, ভাষা ও শব্দার্থের মেলবন্ধন, অলংকার প্রয়োগ ও রস পরিবেশনে দক্ষতা, প্রকৃতি চিত্রণে অসামান্য প্রতিভা তাঁকে গদ্য সাহিত্যের রূপকার হিসাবে মূল্যায়িত করেছে। এজন্য বলা হয়—*'কাদম্বরী রসভরেণ সমস্ত এব মত্তো ন কিঞ্চিদপি চেতয়তে জনোঽয়ম্'।*

৩। 'বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্ব্বম্'—কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উঃ- ভোজনের পর ভোজন পাত্রে পড়ে থাকা অবশিষ্টকে উচ্ছিষ্ট বলে। *'বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম্'* একটি প্রবাদ বাক্য মাত্র। এই প্রবাদের তাৎপর্য হচ্ছে—সাহিত্য জগতে এমন কোন ব্যাপার নাই যাকে কেন্দ্র করে বাণভট্ট কিছু লেখেন নি।

মহাকবি বাণভট্টের কাদম্বরী ও হর্ষচরিত কাব্যদ্বয় সর্বজনসমাদৃত। হর্ষচরিত কবির প্রথম জীবনের ও কাদম্বরী কবির পরিণত জীবনের রচনা।

কাব্য রচনায় গদ্য ও পদ্যের ভেদ থাকলেও পদ্য রচনা অপেক্ষা গদ্য কাব্য রচনা অধিক কঠিন। বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে রসাত্মক বাক্য মাত্রেই কাব্যপদ বাচ্য *'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'।* কিন্তু *'গদ্যং কবীনাং নিকষং বদন্তি'* অর্থাৎ গদ্য হলো কবিদের কষ্টিপাথর। তাই পদ্য কাব্য অপেক্ষা গদ্য কাব্যের সংখ্যা অনেক কম। *'ওজঃসমাসভূয়স্ত্বম্ এতদ্ গদ্যস্য জীবিতম্'* অর্থাৎ ওজঃগুণ ও সমাসবাহুল্য গদ্যের প্রাণ। আবার কেবলমাত্র গদ্য হলেই তা কাব্য হবেনা, তার জন্য চাই রসনৈপুণ্য ও বাচনভঙ্গী। শব্দ, অর্থ শ্লেষাদি অলংকার ও রস ইত্যাদি যখন একীভূত হয়ে প্রকাশিত হয় তখনই বাক্যটি হয় কাব্য পদ বাচ্য। কি জাতীয়

Scanned with CamScanner

কাব্য মানুষের মন জয় করতে পারে সে কথাটি বাণভট্ট স্বয়ং কাদম্বরীর কথাপ্রশংসায় বলেছেন—

স্ফুরৎকলালাপবিলাসকোমলা করোতি রাগং হৃদি কৌতুকাধিকম্।
রসেন শয্যাং স্বয়মভ্যুপাগতা কথা জনস্যাভিনবাবধূরিব॥

অর্থাৎ সুস্পষ্ট মধুরালাপে ও হাবভাবে অত্যন্ত মনোহরা এবং অনুরাগবশতঃ নিজে থেকেই শয্যায় উপস্থিতা নবধূর মত সুগমকলাবিদ্যা সম্বন্ধীয় বাক্যবিন্যাসে সুশ্রাব্য ও শৃঙ্গারাদি রসের অনুকরণে অবান্তর কথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কথাকাব্য লোকের হৃদয়ে কৌতূহল বশতঃ সমধিক অনুরাগ সৃষ্টি করে। আনন্দবর্ধন ও মহিমভট্ট প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে শব্দ, অর্থ, রস ও অলংকারাদির একত্র সন্নিবেশ কবি প্রতিভায় আপনা আপনি বেরিয়ে আসে কাব্যে। গদ্য বর্ণনার বিচিত্র সমাবেশ অর্থের ঐশ্বর্য্য, শত'শত উদ্দাম কল্পনায় কবির কাব্যে থাকবে অগ্রাম্য বর্ণনা, অক্লিষ্ট শ্লেষ এবং লীলানৃত্য চঞ্চল গাঢ়বন্ধ শব্দের সংগে স্বপ্রকাশ অনাড়ষ্ট রস। একত্র এতগুলো গুণের সমাবেশ যে দুর্লভ একথা জানতেন বাণ। তাই হর্ষচরিতের ভূমিকায় তিনি বলেছেন—

নবোঽর্থো জাতিরগ্রাম্যা শ্লেষোঽক্লিষ্ট স্ফুটোরসঃ।
বিকটাক্ষরবন্ধশ্চ কৃৎস্নমেকত্র দুর্লভম্॥

এখানে *'বিকটাক্ষরবন্ধ'* বলতে নৃত্যের মত লীলায়মান পদসন্নিবেশকে বোঝান হয়েছে।

সুতরাং মহাকবি বাণ তাঁর রচনায় বিশেষ করে কাদম্বরীতে ভাষা, ভাব, শব্দ, অর্থ, অলংকার ও রসের মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটিয়ে এবং বর্ণনা সৌন্দর্যের অভিনবত্ব পরিবেশ করে কাব্যটিকে এমন আকর্ষণীয় করে তুলেছেন যে কাদম্বরী পাঠে সুরাপানে মত্ত ব্যক্তির মত পাঠকের আহারেও রুচি থাকে না—*'কাদম্বরীরসজ্ঞানামাহারোঽপি ন রোচতে'*। বলে রাখি 'কাদম্বরী' শব্দের অর্থান্তর সুরা।

এখানে শবরসেনা প্রবেশ বৃত্তান্তটি পাঠককে যেমন বিস্মিত করে তেমনি মহর্ষি জাবালির পরমপবিত্র মনোরম আশ্রম বর্ণনা পাঠককুলকে মুগ্ধ করে। চন্দ্রাপীড় ও কাদম্বরীর প্রেম কাহিনী কাব্যটির মুখ্য বিষয় হলেও মহাশ্বেতা ও পুণ্ডরীকের সমান্তরাল প্রণয় কাহিনী পাঠককে আপ্লুত করে। যৌবনের প্রেমাবেগ ও প্রথম প্রণয়ে তরুণী মনের

Scanned with CamScanner

ভাব বাণের লেখনীতে চমৎকার পরিস্ফুট। মহাশ্বেতার বিরহ বিধুর মূর্ত্তি চিত্রণে কবি যেমন কারুণ্যের সঞ্চার করেছেন তেমনি কাদম্বরীর প্রেমময়ী কথায় আনন্দ্রোদ্রেক ও পরিবেশন করেছেন। কাদম্বরীতে চন্দ্র পুণ্ডরীকের অভিশাপে চন্দ্রাপীড়রূপে এবং পুণ্ডরীক (মহর্ষি শ্বেতকেতুর পুত্র) ও চন্দ্রের অভিশাপে বৈশম্পায়নরূপে জন্মেছেন। পরবর্ত্তী জন্মে চন্দ্রাপীড়ই বিদিশাধিপতি শূদ্রক আর বৈশম্পয়ান একটি শুকপক্ষী।

গল্প বলার রীতি, গল্পের মধ্যে পৃথক্ গল্প, পশু পাখির মুখ দিয়ে গল্প বলা এবং অলৌকিকত্ব বাণের গদ্যরচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাণের ভবঘুরে জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা যেমন ইন্দ্রজাল, চুরি, নাটক, নৃত্য, প্রতারক ইত্যাদির চরিত্র কাদম্বরী গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে। বিশেষ বর্ণনায় কবির যেন তৃপ্তি নাই। শুক পক্ষীর ঠোঁটটির লালিমা বর্ণনায় উদিত সূর্য, সন্ধ্যারাগ, কামিনীর অলক্তরঞ্জিত চরণ, কপালের সিন্দুর, রক্তিম অধরোষ্ঠ, জবাফুল, পলাশফুল ইত্যাদির বর্ণনা করে সামান্য শুক পক্ষীর চঞ্চুর লালিমা প্রকাশে কবি যেন ব্যর্থ। এখানে ভাষা যেন ভাবপ্রকাশে অপ্রতুল। বাণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্যে বলেছেন—'এমন বর্ণ সৌন্দর্য বিকাশের ক্ষমতা সংস্কৃত কোন কবি দেখাইতে পারেন নাই। সংস্কৃত কবিগণ লালরঙ্‌কে লাল রঙ্ বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, কিন্তু কাদম্বরী কাব্যের লালরঙ্ কত রকমের তাহার সীমা নাই। কোন লাল লাক্ষালোহিত, কোন লাল পারাবতের পদতলের মত, কোন লাল রক্তাক্ত সিংহনখের সমান। রঙ্ ফলাইতে কবির কী আনন্দ, যেন শ্রান্তি নাই, তৃপ্তি নাই।' রাজা শূদ্রকের রাজসভা, বিন্ধ্যাটবী, পম্পাসরোবর, জাবালির আশ্রম প্রভৃতি বর্ণনায় দীর্ঘসমাসবদ্ধতা ও অলংকারাদি প্রয়োগ করে গদ্য রচনাটিতে ধ্বনি গাম্ভীর্য সৃষ্টি করেছেন। চরিত্র বর্ণনায় বাণ যেমন সিদ্ধহস্ত তেমনি প্রকৃতি বর্ণনায়ও তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্য। রাজা তারাপীড়, প্রাজ্ঞ মন্ত্রী শুকনাস, তপস্বিনী মহাশ্বেতা, লাবণ্যময়ী কাদম্বরী, ঋষিকুমার পুণ্ডরীক তাঁর তুলির টানে জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। একই তুলিতে বিন্ধ্যাটবীর ভয়ঙ্কর রূপ, অচ্ছোদ সরোবরের সুন্দর স্নিগ্ধ বর্ণনা, প্রভাত ও চন্দ্রোদয়ের মনোরম কবিত্ব সৃষ্টিকারী রূপ সবই অঙ্কিত হয়েছে।

বাণের রচনা শৈলীতে বিকটাক্ষরের নৃত্য যেমন আছে, তেমনি আছে ললিত পদবিন্যাস। শব্দার্থের প্রতিপাদনে মূলত দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পাঞ্চালী রীতির অনুকরণ করলেও

Scanned with CamScanner

রসসৃষ্টির অনুরোধে তিনি বৈদর্ভী রীতিতে ছোট ছোট বাক্য প্রয়োগও করেছেন। যথা—শুকনাসোপদেশে—'লব্ধাপি দুঃখেন পরিপাল্যতে। ন পরিচয়ং রক্ষতি। নাভিজনমীক্ষতে। ন রূপমালোকয়তি। ন শীলং পশ্যতি।' ইত্যাদি। বাণ গৌড়ীরীতির ও প্রয়োগ করেছেন কখনও কখনও যেন বীণার ঝঙ্কার ধ্বনিত হয়েছে বাণের গদ্যে। যথা 'মদমুখর মধুকর পাটলান্ধকারিতনিষ্কুটা, স্ফুটদুপবনলতাকুসুম পরিমল সুরভি-সমীরণ, রণিত সৌভাগ্য ঘন্টেরালোহিতাংশুক পতাকৈরাবদ্ধরক্তাচামরৈর্বিদ্রুমময়ৈঃ প্রতিভাবনম্' ইত্যাদি।

কাদম্বরীতে মূলতঃ মাধুর্য্যগুণের প্রাধান্য থাকলেও বাণ অন্যান্য প্রসাদাদি গুণের ব্যবহারও করেছেন। তাই পণ্ডিতেরা বলেন—'বাহুল্যেন মাধুর্য্যং গুণঃ, প্রসাদগুণোঽপি ন বিরলঃ'।

অলংকার সন্নিবেশে বাণের সমকক্ষ কবি বিরল। প্রায় সকল প্রকার অলংকারই কবি পরিয়েছেন তাঁর কাব্যকামিনীকে। বিশেষ করে শ্লেষানুপ্রাণিত উপমা, বিরোধাভাস, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, পরিসংখ্যা প্রয়োগে কবির উদারতা লক্ষ্য করার মত। যেমন—

(১) উপমা- ঃ 'লতেব বিটপকানধ্যারোহতি, গঙ্গোববসুজনন্যপিতরঙ্গাবুদ্‌বুদচঞ্চলা'।

(২) উৎপ্রেক্ষা- ঃ 'অগ্নিকার্যধূমেনেব মলিনী ক্রিয়তে হৃদয়ম্।

(৩) রূপক- ঃ 'ইয়াং হি সুভট্‌খড়্গামণ্ডলোৎপলবনবিভ্রমভ্রমরী'।

(৪) বিরোধাভাস- ঃ 'অনুজ্ঝিত ধবলাপি সরাগৈব ভবতি যূনাং দৃষ্টিঃ'।

(৫) পরিসংখ্যা- ঃ বর্ণপরীক্ষা কনকানাম্, অন্তস্তরলতা হারাণাম্।

এভাবে বাণের অলংকার বহুল রচনা ছবির পর ছবি এঁকে চলেছে। কোথাও দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ আবার কোথাও ছোট ছোট বাক্যে মুক্তক ও চূর্ণকে পূর্ণ কাদম্বরীর চিত্রশালা। শৃঙ্গার রসসিক্ত কাব্যটিকে বীভৎস, করুণ, ভয়ানক প্রভৃতি রসেও রসায়িত করেছেন বাণ। তিনি ভাষাশিল্পী, প্রকৃতিপ্রেমিক আবার মানব মনের সূক্ষ্মদর্শী। তাই কাব্যের কোন দিকই বাণের নজর এড়ায়নি। এজন্য সমালোচকগণ বলেন—*'বাণোচ্ছিষ্টং জগৎ সর্বম্'*। বাণের রচনার মূল্যায়ণে চন্দ্রদেব বলেছেন—

"শ্লেষে কেচন শব্দগুম্ফবিষয়ে কেচিদ্রসে চাপরেঽলংকারে কতিচিদ্ সদর্থবিষয়ে চান্যে কথাবর্ণনে।

আ সর্বত্র গভীরধীরকবিতাবিন্ধ্যাটবী চাতুরী সঞ্চারী কবিকুম্ভিকুম্ভবিধুরো বাণস্তু

Scanned with CamScanner

পঞ্চাননঃ।।"

বিদগ্ধ মুখমণ্ডনকার বাণের বাক্‌রীতির প্রশংসা করে বলেছেন,—

"রুচিরস্বরবর্ণপদা রসভাববতী জগন্মনোহারিণি।
তৎ কিং তরুণী নহি নহি বাণী বাণস্য মধুরশীলস্য।।"

রুচির স্বরবর্ণপদা রসভাববতী রচনা সহৃদয় চিত্তকে সহজেই আকর্ষণ করে। সুন্দরী চপলা তরুণী যেমন বিলাস বিভ্রমে সকলকে মুগ্ধ করে বাণের বাণীও তেমনি মনোহারিণী। বাণের গদ্যে সূক্ষ্মনিরীক্ষণশক্তি, চমৎকার বর্ণনা প্রণালী, অক্ষয় শব্দরাশি এবং কল্পনাপ্রসূত অলৌকিক অর্থ উদ্‌ভাবন শক্তির জন্য গোবর্ধনাচার্য বলেছেন—

জাতা শিখণ্ডিনী প্রাগ্ যথা শিখণ্ডী তথাবচ্ছামি।
প্রাগল্‌ভ্যমধিকামাপ্তুং বাণী বাণো বভূবেতি।

বাণের কাব্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো পৌরাণিক আখ্যান সন্নিবেশ। কোথাও তিনি পৌরাণিক আখ্যান বিবৃত করেন নি, তবে উপমা ও শ্লেষমূলক সেই সব আখ্যানের ছোঁয়া দিয়েছেন। যেমন—*'হর ইব জিতমন্মথঃ' (শূদ্রক বর্ণনা), 'লগ্নহরহুতাশমিব মকরধ্বজম্', 'গঙ্গাপ্রবাহ ইব ভগীরথপথপ্রবৃত্তঃ' প্রকটিত বিশ্বরূপকৃতেরণুকরোতি ভগবতো নারায়ণস্য'* ইত্যাদি। এভাবে পুরাণ, ইতিহাস, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, লোককাহিনী, বিভিন্নদর্শন ইত্যাদি থেকে বেদ পর্যন্ত বাণের সর্বত্র গতি এবং সাবলীল পাণ্ডিত্যের কারণে—***'বাণোচ্ছিষ্টং জগৎসর্বম্'*** বাক্য সার্থক হয়েছে।

৪। **'দণ্ডিনঃ পদলালিত্যম্'—ব্যাখ্যা কর।**

উঃ সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যের 'ত্রয়ী'র অন্যতম প্রতিভাধর কবি হলেন মহাকবি দণ্ডী। 'অবন্তিসুন্দরীকথা' নামক গদ্যকাব্যে মহাকবি দণ্ডীর ব্যক্তিজীবন কিয়ৎপরিমাণে আলোকিত। 'কিরাতার্জুনীয়ম্' মহাকাব্য রচয়িতা মহাকবি ভারবি ছিলেন দণ্ডীর প্রপিতামহ। তাঁর পিতা-মাতা ছিলেন যথাক্রমে বীরদত্ত ও গৌরীদেবী। দক্ষিণভারতে কাঞ্চী নগরীতে দণ্ডীর পিতৃপুরুষদের ভদ্রাসন ছিল। তিনি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের কবি। দশকুমারচরিত, অবন্তিসুন্দরীকথা ও কাব্যাদর্শ নামক অলঙ্কার গ্রন্থ দণ্ডীর রচনা বলে অনুমিত হয়।

Scanned with CamScanner

সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি দণ্ডী এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। সংস্কৃতসাহিত্যের অন্যতম প্রতিভাধর কয়েকজন কবির কাব্যগুণের স্বীকৃতিস্বরূপ একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক রয়েছে। শ্লোকটি হলো—

উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থ গৌরবম্।
দণ্ডিণঃ (নৈষধে) পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ।।

মহাকবি কালিদাস উপমা, মহাকবি ভারবি অর্থগৌরব, মহাকবি দণ্ডী ও শ্রীহর্ষ পদলালিত্য গুণের জন্য বিখ্যাত। আর উক্ত কাব্যগুণ তিনটির একত্রে সন্নিবেশ ঘটেছে মহাকবি মাঘের মধ্যে।

পদলালিত্য অর্থাৎ ললিত পদনিবন্ধন একটি কাব্যিক গুণ। পদলালিত্য ললিতপদবন্ধন। ললিতের ভাব বা ললিত গুণ বিশষ্ট লালিত্য। পদলালিত্যের ব্যাখ্যায় লীলাবতী বলেছেন— *'সংক্ষিপ্তাক্ষর কোমলামলপদৈর্লালিত্যলীলাবতীম্'*। সংক্ষিপ্ত দীর্ঘসমাস সন্ধিবিহীন সুন্দর পদরচনাই পদলালিত্য।

মহাকবি দণ্ডী সন্ধি-সমাসের অতিশয় প্রয়োগে তাঁর রচনাকে ভারাক্রান্ত করেন নি। পরবর্ত্তী কবি সাহিত্যিকগণ দণ্ডীর কাব্যসাধনায় চিরাচরিত কাব্যশৈলী থেকে স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করে তাঁকে বাল্মীকি ও ব্যাসের সঙ্গে একাসনে বসিয়েছেন—

জাতে জগতি বাল্মীকৌ কবিরিত্যভিধাহভবৎ।
কবী ইতি ততো ব্যাসে কবয়স্ত্বয়ি দণ্ডিনি।।

শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হয়ে দণ্ডী সরস্বতী ও শ্রুত নামক এক দম্পতির আশ্রয়ে লালিত পালিত ও বর্ধিত হন। এই সময় তিনি বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণের মাধ্যমে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন।

বাল্মীকি ও ব্যাসদেবের উত্তরাধিকার সমৃদ্ধ মহাকবি দণ্ডী সংস্কৃত সাহিত্যের এক অন্যতম ব্যতিক্রমী প্রতিভা। কিরাতার্জুনীয়ম্ মহাকাব্যের কবি ভারবির হাত ধরে, কালিদাসোত্তর যুগে সূচিত হয় কৃত্রিম কাব্যের যুগ। সন্ধি-সমাসের আড়ষ্টতায়, দুরূহ শব্দের ঝঙ্কারে, অলঙ্কার শাস্ত্রের নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে রচিত হতে থাকে কৃত্রিম কাব্য সমূহ। সাবলীলতার পরিবর্তে ব্যাখ্যাগম্যতাই শ্রেষ্ঠকাব্যের মানদণ্ডরূপে বিবেচিত হতে থাকে। মহাকবি ভারবি, মাঘ, ভট্টি এবং পরবর্ত্তী কালের গদ্যকবি সুবন্ধু, বাণভট্ট প্রমুখ

Scanned with CamScanner

তাঁদের রচনায় অলঙ্কারশাস্ত্রের বিধি নিয়মকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। মহাকবি দণ্ডী সেই কৃত্রিমকাব্যযুগের প্রতিনিধি হয়েও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। রাজপ্রসাদের কেন্দ্রীকতাকে উপেক্ষা করে রাজপরিবারের পাশাপাশি অবহেলিত সমাজের দিকেও কবি সমান দৃষ্টি দিয়েছেন। ফলে তস্কর, জুয়াড়ী, ব্যভিচারী, নারীহরণকরী, ধূর্ত, জাদুকর প্রভৃতি চরিত্র উপযুক্ত মর্যাদায় ওঠে এসেছে দণ্ডীর রচনায়। সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের কথা মনে রেখেই দণ্ডী তাঁর রচনায় কৃত্রিম কাব্য রচনার সমকালীন ভাবনা চিন্তার পরিবর্তে সহজবোধ্য সাবলীল কাব্যরীতিকেই অবলম্বন করেছেন।

অলঙ্কারশাস্ত্রে ওজোগুণ সম্পন্ন সমাস বাহুল্য রচনাকেই গদ্যের প্রাণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে— *'ওজঃ সমাসভূয়স্ত্বমেতদ্ গদ্যস্য জীবিতম্'* (কাব্যাদর্শ. ১।৮০)। তথাপি দণ্ডী তাঁর কাব্যে ওজঃ গুণকে গ্রহণ করলেও দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের বহুল প্রয়োগ বর্জন করেছেন। প্রায় সমকালীন অপর গদ্যকবি সুবন্ধু ও বাণভট্ট তাঁদের রচনায় দীর্ঘ সন্ধিও সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার করলেও দণ্ডী তাঁর রচনায় ললিতপদবন্ধনকেই মুখ্যতঃ অবলম্বন করেছেন। দশকুমারচরিতের রাজবাহনচরিতেও দণ্ডীর পদলালিত্যপূর্ণ রচনার প্রভূত উদাহরণ বিদ্যমান। গান্ধর্ববিবাহ বিষয়ে পত্নী অবন্তিসুন্দরীর মনের সংশয় দূর করার লক্ষ্যে রাজবাহন তাঁর কাছে চতুর্দশ ভুবনবৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করেন। ইহাতে সম্পূর্ণভাবে সংশয়মুক্ত হয়ে অবন্তিসুন্দরী বলেন— *'দয়িত! ত্বৎ প্রসাদাদদ্য চরিতার্থা মে শ্রোত্রবৃত্তিঃ। অদ্য মে মনসি তমোপহস্ত্বয়া দত্তো জ্ঞানপ্রদীপঃ। পক্কমিদানীং ত্বৎপাদপদ্মপরিচর্যা ফলম্'*। সুরতমঞ্জরী রাজবাহনকে নিজের অভিশপ্ত জীবনের বর্ণনা দিয়ে বলেন— *'অবসিতশ্চ মমাদ্য শাপঃ। তচ্চ মাসদ্বয়ং তব পারতন্ত্র্যম্। প্রসীদ ইদানীং কিং তব করণীয়ম্'*।

উপযুক্ত শব্দ চয়ন পদলালিত্যের অন্যতম শর্ত। মহাকবি দণ্ডীর শব্দচয়নকুশলতা অপূর্ব। শব্দ ও অর্থের আশ্চর্য মণি-কাঞ্চন যোগ লক্ষ্য করা যায় দণ্ডীর রচনায়। আকর্ণবিস্তৃত স্নিগ্ধনয়নের বর্ণনায় কবি বলেন— *'কর্ণচুম্বিদুগ্ধধবলস্নিগ্ধনীললোচন'*। একই অর্থে ভিন্ন ভিন্ন পদের ব্যবহার দণ্ডীর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন— 'সমূহ' অর্থে কবি জাতম্, নিচয় প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করেছেন। অলঙ্কার প্রয়োগে দণ্ডী আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক প্রভৃতি অলঙ্কার কবি যথোপযুক্ত স্থানে ব্যবহার করেছেন। এসব অলঙ্কারের প্রয়োগে বর্ণনীয় বিষয় অধিকতর সমৃদ্ধি

Scanned with CamScanner

লাভ করেছে। দশকুমারচরিতের পাঠ্যাংশ রাজবাহনচরিতে নববধূ অবন্তিসুন্দরী পতি রাজবাহনকে শৃঙ্খলিত দেখে কাতর ক্রন্দনে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্যা। নায়িকা অবন্তিসুন্দরীর করুণ অবস্থার বর্ণনা কবি উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের প্রয়োগে বলেন— *'যেন চ তৎ সকলং কন্যান্তঃপুরম্ অগ্নিপরীতমিব পিশাচোপহতমিব বেপমানম্ ..... কপোলতলম্ আকুলী বভূব'*। অঙ্গারাজ সিংহবর্মার পরাক্রমের বর্ণনায় উপমা অলঙ্কার প্রয়োগ করে কবি বলেন— *'চম্পেশ্বরোঽপি সিংহবর্মা সিংহ ইব অসহ্যবিক্রমঃ'*। রজতশৃঙ্খলে বদ্ধপদ রাজবাহনকে উপমিত করে দণ্ডী বলেছেন— *'অথ তস্য রাজকুমারস্য কমলমৃঢ়শশিকিরণরজ্জুদাম নিগৃহীতমিব.....'*।

দণ্ডী সহজ-সাবলীল গদ্য রীতির প্রশংসা করে পাশ্চাত্য সাহিত্য সমালোচক Winternitz বলেন "In respect of language Dandin shows himself as a master of the kavyastyle overludened with establishment that of course alternate with simple language of the plain narrator".

দশকুমারচরিত ছাড়াও অবন্তিসুন্দরীকথা, কাব্যাদর্শ ও ছন্দোবিচিত নামক অলঙ্কারগ্রন্থও দণ্ডীর রচনা বলে মনে করা হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি দণ্ডীর কবিখ্যাতি বিস্ময়করভাবে প্রসার লাভ করেছিল। দণ্ডীর সদর্থক সমালোচকগণ তাই বলেন— 'কবির্দণ্ডী কবির্দণ্ডী ন সংশয়ঃ'।

অম্বিকাদত্ত ব্যাস

পণ্ডিত অম্বিকাদত্ত ব্যাস হিন্দী সাহিত্যের এক দিক্‌পাল কবি। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জয়পুরে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা প্রখ্যাত হিন্দী কবি দুর্গাদত্ত। কবির পূর্বপুরুষ জয়পুরে ধূলা নামক গ্রামে বাস করতেন। তাঁরা পরাশর গোত্রীয় যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ। পণ্ডিত প্রবর রাজারাম অম্বিকাদত্তের পিতামহ। রাজারামের দুই পুত্র —দুর্গাদত্ত ও দেবীদত্ত। দুর্গাদত্তের পুত্র অম্বিকাদত্ত। অম্বিকাদত্ত ব্যাস তাঁর সামবত নাটকে আত্ম পরিচয়ে বলেছেন—

জাতো জয়পুরনগরে বারাণস্যাং তথা কলিতবিদ্যঃ।
সত্ত্বর কবিতা সবিতা গৌড় কোঽপ্যম্বিকাদত্তঃ।।

কবি অম্বিকাদত্ত ব্যাস হিন্দী সাহিত্যের পথিকৃৎ ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের প্রায় সমসাময়িক

Scanned with CamScanner

কবি। কবি হরিশ্চন্দ্র হিন্দী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবি। তিনি পরবর্তীকালে 'ভারতেন্দু' উপাধিতে ভূষিত হন। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রকে কেন্দ্র করে হিন্দী সাহিত্যে 'ভারতেন্দু মণ্ডল' নামে এক সাহিত্যগোষ্ঠী গঠিত হয়। কবি অম্বিকাদত্ত ব্যাস এই মণ্ডলের একজন প্রখ্যাত ও বিশিষ্ট সদস্য।

কবি অম্বিকাদত্ত ব্যাস বহুভাষাবিদ্। তিনি হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় সমান দক্ষতা নিয়েই কাব্য রচনা করেন। তিনি বাংলা ভাষায়ও সুপণ্ডিত ছিলেন। বঙ্গভাষায় রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যের দ্বারা অম্বিকাদত্ত প্রভাবিত হন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যেও তাঁর অনায়াস দক্ষতা ছিল। কবি অম্বিকাদত্তের রচনা যেমন সহজ-সরল, তেমনি অনাড়ম্বর। তাঁর হিন্দী সাহিত্য মূলতঃ ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। তাঁর রচিত হিন্দী সাহিত্যের মধ্যে প্রধান হলো —বিহারী বিহার (১৮৯৮), পাবস পচাস্, ললিতা নাটিকা (১৮৮৪), গোসঙ্কট (১৮৮৭), আশ্চর্যবৃত্তান্ত (১৮৯৩), গদ্যকাব্যমীমাংসা (১৮৯৭)।

জয়পুরে জন্ম হলেও কবি অম্বিকাদত্তের বিদ্যাশিক্ষা বারাণসীতে সম্পন্ন হয়। তাঁর দ্বাদশ বর্ষ বয়সেই তিনি 'কাশী কবিতাবর্ধিনী সভা' কর্ত্তৃক 'সুকবি' উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা নিজগৃহে জয়পুরে সম্পন্ন হয়। ১৮৮০ সালে কাশী গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে তিনি 'সাহিত্যাচার্য' উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে বিহারের মধুবনী, ভাগলপুর, ছাপরার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এবং ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা কলেজে অধ্যাপকপদে যোগদান করেন। অম্বিকাদত্ত কুশলী বক্তা ছিলেন। সেজন্য তিনি ব্যাস উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি এক অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। মাত্র ২৪ মিনিটে একশত শ্লোক রচনা করে তিনি 'শতাবধানী' উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি হিন্দী, সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় সমান দক্ষ ছিলেন। দর্শন, ন্যায়, বেদান্ত প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল। সাহিত্যচর্চার বাইরে তিনি শতরঞ্জ (দাবা) খেলায়, সেতার, হারমোনিয়ম ও জলতরঙ্গ বাদনেও দক্ষ ছিলেন। হিন্দী, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় তাঁর রচিত সাহিত্যের সংখ্যা প্রায় নব্বই এরও অধিক। জনপ্রিয় এই কবি কাশীতে অবস্থানকালীন 'বৈষ্ণব পত্রিকা' (১৮৮৪) নামক একটি বিখ্যাত পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন। হিন্দী সাহিত্যিক ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের প্রেরণায় অম্বিকাদত্ত বেশ কিছু নাট্যসাহিত্যও রচনা করেন। কৃষ্ণলীলা ও গোরক্ষা সম্বন্ধীয় এই নাটকগুলি সমসাময়িক ও পরবর্তীকালে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। 'অবতার মীমাংসা' অম্বিকাদত্তের প্রসিদ্ধ ধার্মিক গ্রন্থ।

Scanned with CamScanner

হিন্দীসাহিত্যের পাশাপাশি অম্বিকাদত্ত ২৭ টি সংস্কৃত সাহিত্যও রচনা করেন। এগুলি হোল— (১) গণেশশতকম্ (২) কথাকুসুমম্ (৩) সাংখ্যসাগরসুধা (৪) সংস্কৃতাভ্যাসপুস্তকম্ (৫) পাতঞ্জলপ্রতিবিম্বম্ (৬) প্রাকৃতপ্রবেশিকা (৭) সামবত নাটকম্ (৮) প্রাকৃতগূঢ়শব্দকোষ (৯) রেখাগণিত (১০) রত্নপুরাণম্ (১১) অনুষ্টুপ্লক্ষণোদ্ধারঃ (১২) শিবরাজবিজয়ম্ (১৩) গুপ্তাশুদ্ধিপ্রদর্শনম্ (১৪) বাল ব্যাকরণম্ (১৫) সমস্যাপূর্ত্তিসর্বস্বম্ (১৬) সহস্রনামরামায়ণম্ (১৭) দ্রব্যস্তোত্রম্ (১৮) গদ্যকাব্যমীমাংসা (১৯) দুঃখদ্রুমকুঠারঃ (২০) কুণ্ডলীদর্পণম্ (২১) আর্যভাষাসূত্রকারঃ (২২) ইতিহাসসংক্ষেপঃ (২৩) ধর্মাধর্মকলকলম্ (২৪) পুষ্পোপহারঃ (২৫) অবতারমীমাংসা-কারিকা (২৬) রত্নাষ্টকম্ (২৭) মিত্রালাপঃ।

কবি অম্বিকাদত্ত ব্যাসের সংস্কৃতরচনাগুলির মধ্যে অন্যতম শিবরাজবিজয়ম্। মারাঠা কেসরী ছত্রপতি শিবাজীর অত্যুজ্জ্বল জীবনচরিত অবলম্বনে কাব্যটি রচিত। ইহা আখ্যায়িকা প্রকারের গদ্য কাব্য। কবির এই রচনায় বাণভট্টের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

কবি অম্বিকাদত্ত ব্যাসের সর্বমোট ৯১ টি রচনার উল্লেখ দেখা যায়। বর্তমানে তাঁর ২৭ টি সংস্কৃত রচনার মধ্যে ১৪ টি এবং ৬৪ টি হিন্দী রচনার মধ্যে ৩৮ টি মুদ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। মৈথিলী ব্রজবুলি ভাষায়ও তাঁর কিছু সাহিত্যকর্ম রয়েছে।

অম্বিকাদত্ত বহুমুখী প্রতিভার উত্তরাধিকার নিয়েই সাহিত্যজগতে আবির্ভূত হন। তিনি সরস কথার কবি। হিন্দীভাষায় রচিত তাঁর আনন্দমঞ্জরী, ধর্মকী ধূপ, পাবস পচাস উল্লেখযোগ্য। 'পাবস পচাস' বর্ষা ঋতু বিষয়ক কাব্য। কথিত আছে যে একবার রেলগাড়ীতে যেতে যেতে কবি কাব্যটি রচনা করেন। সাংখ্যসাগরসুধা, পাতঞ্জলপ্রতিবিম্বনম্ কবির সুগভীর দর্শনবিষয়ক জ্ঞানের প্রকাশ। আবার রেখাগণিত কাব্যটি অঙ্কশাস্ত্রবিষয়ক জ্ঞানেরই পরিচয় বহন করে।

বহুভাষী শাস্ত্রবিশারদ এই কবি ১৯০০ সালের ১৯ শে নভেম্বর পরলোক গমন করেন।

Scanned with CamScanner